আজকের কাগজ ০৫

তারিখ 0 8 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সমতূল্য এক কামরা এক শিক্ষক বিশিষ্ট একটি নতুন মডেল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। শোনা যায় এ ধরনের উপানুষ্ঠানিক স্কুলের সংখ্যাও নাকি ৫০ হাজারে পৌঁছেছে খুব শিগগির। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষাখাতে খরচ সবই বেড়ে চলেছে, কিন্তু আনুপাতিক হারে শিক্ষার হার বাড়ছে না। বাড়ছে কেবল স্কুলত্যাগীর সংখ্যা। এ ধরনের অপচয়ী ব্যবস্থা রোধ না করলে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, আমরাও থাকব, শিক্ষিতের হার বাড়বে না বা সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরোও অনেক বেশি সময় চলে যাবে। এসবের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। তাছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করা হলেও পরবর্তীকালে তাদের জন্য চর্চা বা অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকলে আবারও তারা নিরক্ষরের টেনে চেপে অন্ধকার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে, আমরা যারা ভাল আছি তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে স্কুল, ও ক্লাস কক্ষের স্বল্পতা একটা সমস্যা বটে তবে অন্তত একটা পর্যায়ে পর্যন্ত মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বিহার, বৈঠকখানায় এ শিক্ষা পরিচালনা চলতে পারে। সাক্ষরতার সঙ্গে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার সঙ্গে উপার্জন, জন্মশাসন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পৃক্ত। এসবগুলোর সফলতা আসবে যদি পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা যায়। উপযুক্ত আয় বৃদ্ধি ছাড়া কোন পরিবারের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি অসম্ভব। অপরদিকে আয়বৃদ্ধির জন্য, পরিবেশ সচেতনার জন্য চাই শিক্ষা ও বিভিন্ন পর্যায়ে কুশলতা অর্জন। এ সবই মৌলিক শিক্ষার বিস্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়।

শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঢাকাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাঁচটি বিভাগে ভাগ করে দেয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে, এ ধরনের বিভাজিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ন্যস্ত হবে কমপক্ষে একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাকে যথেষ্ট আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে। ঢাকাস্থ সদর দপ্তর নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন কৌশলের কাঠামো প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ নীতিমালা নির্ধারণ ছাড়া বাকি সকল বিষয় বিভাগীয় দপ্তরসমূহে ন্যস্ত করা যায়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেয়া হয়। ইউনিসেফ ও নোরাডের আর্থিক সাহায্যে কাগজ আমদানি করা হয় চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দর দিয়ে। তারপর সব কাগজ ঢাকায় এনে জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ডের নির্ধারিত ঢাকায় অবস্থানরত ছাপাখানায় বইগুলো ছাপিয়ে আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে প্রকাশিত বইগুলো সাধারণত ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এতে সার্বিকভাবে অতিরিক্ত ব্যয় ও সরবরাহ সমস্যা জড়িত থাকে। বছরে আনুমানিক ৬ থেকে ৭ কোটি প্রাথমিক শিক্ষার বই প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে যা কিনা কোন প্রকাশনা ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ বিষয়। এ ব্যবস্থাকে খুব সহজেই বিকেন্দ্রীকরণ করে নেয়া সম্ভব। বিভাগীয় দপ্তরগুলো প্রশিক্ষণ, মনিটনিং, তত্ত্বাবধান কাজ ছাড়াও প্রত্যেক বছরে এই প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের আরও কিছু বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। সবশেষে হাদিসের একটি উক্তি দিয়ে আজকের এ দিনের সফলতা কামনা করছি Educate your children for they are born for a time that is not yours.

নূরুদ্দীন মাহমুদ কামাল : কলাম লেখক।